সূ চি পা তা

ভূমিকা	৭
লেখকের কথা	১০
বন্ধনের সূচনা	১২
সন্দেহ দূরীকরণ	১৮
সাধারণরা ঘুমায়, অসাধারণরা জেগে থাকে	২২
ও-আযান, ও কি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান	২৬
পানির ঝাপটা	২৯
সুগন্ধীকথন	৩৩
আমি দেখেছি তোমার রূপ, বেসেছি তোমায় ভালো; অন্য কারোর কাছে যে চাই না দুচোখ ভরা এ আলো	৩৭
বাসর রাতে বিড়াল মারা!	৪০
এসো করো স্নান নবধারা জলে	৪৫
অ্যালার্ম মিস	৪৯
এত তাড়া কীসের?	৫৩
শুক্রবারের রুটিন	৫৭
একটি পোশাকি আড্ডা	৬১
জন্মদিনের মর্মবীণ	৬৬

ক্যান্ডেল লাইট ডিনার ৭৪
শেয়ার ৭৭
জার্নি বাই বাস ৮১
পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ ৮৬
পাঁচ পৃষ্ঠার বাজার লিস্ট! ৯২
নামাজঘর ৯৭
শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি ১০০
ছদ্মবেশী মৃত্যুদূত ১০৪
কিং লেয়ারের গল্প ১০৮
দুয়ারে নাড়ি কড়া, কে আসিতে চায় ১১১
দুজন মানুষ, এক কাপ চা ১১৪
কণ্টকোদ্ভাস ১১৬
প্রত্যাবর্তন ১২১

ভূমিকা

ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং পরবর্তী শিল্পবিপ্লব থেকেই মানব সভ্যতার সূচনা, এর আগে যা কিছু ছিল তা অসভ্য, বর্বর, পশ্চিমা সেক্যুলারদের প্রায় কাছাকাছি একটা ন্যারেটিভ প্রচলিত আছে। এই ন্যারেটিভ মিথ্যা ন্যারেটিভ। ইউরোপ যখন কুসংস্কারের অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল, তখন একটি জাতি আলোর মশাল হাতে ছুটে বেড়িয়েছিল হিজাজ থেকে পারস্য, দামেস্ক থেকে আন্দালুসিয়া, চীন থেকে ভারত।

এটা সত্য যে খ্রিষ্টধর্মগুরুদের পৈশাচিকতা, ইনকুইজেশন আর চার্চের ভয়ঙ্কর হিংস্র হাতের টেনে ধরা বন্ধনে হাঁসফাঁস করে ওঠা ইউরোপীয় বিজ্ঞান আর শিল্পকে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচার আগমনী সঙ্গীত শুনিয়েছিল সেক্যুলারিজম মুভমেন্ট। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব থেকে আলোকবর্ষ দূরে থাকা উপমহাদেশেও যখন কপি-পেস্ট করে সেই পশ্চিমা ফর্মুলা বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, আমাদের নড়েচড়ে বসতেই হয়। আমাদের বলতে হয়–'তোমরা ভুল করছো, তোমরা ইসলামকে অন্য ধর্মের সাথে গুলিয়ে ফেলছ। আমরা জ্ঞানের দুয়ার রুদ্ধ করে দিই নি, দিয়েছ তোমরা। তোমাদের ফর্মুলা পার্সি-জৈন-ইহুদি-খ্রিষ্ট আর পৌত্তলিক ধর্মগুলোকে সভ্যতা নির্মাণে দমিয়ে রাখতে পারে, ইসলামকে পারবে না। এ দ্বীন এসেছেই বিজয়ী হতে'।

ধর্মকে ব্যক্তিবিশেষের চর্চার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলার চেষ্টা যত বাড়ে, ততই যেন বস্তুবাদীদের হতাশ করে তারুণ্যের ঝাঁক ইসলামকে আরো বেশি করে কাছে টেনে নেয়। মানবজীবনে কুরআন-সুন্নাহকে যত বেশি অপ্রাসঙ্গিক করে দেখানোর চেষ্টা হয়, ততই যেন নিত্যনতুন কালচারাল কনফ্লিক্ট

আর সাইকোলজিক্যাল কমপ্লেক্সিটি চোদ্দশ বছর আগের সেই মহামানবের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়।

তাই তো মক্কার মুশরিকদের মতো একালের সেক্যুলাররাও যখন ঠাট্টা করে বলে– "এ কেমন ধর্ম রে বাবা! টয়লেটে যাওয়াও শেখায়!" তখন আমরা সালমান ফারসী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)–এর মতো করেই বলি, "এটাই তো আমাদের গর্ব যে আমরা এমন এক রাসূলের অনুসরণ করি যিনি এত ছোটখাট বিষয়েও দিকনির্দেশনা দেন"।

এ এক আশ্চর্য জীবনবিধান। মিসওয়াক থেকে ড্রোন, বেডরুম থেকে গণভবন– কোথায় নেই এ ধর্ম! কোথায় নেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ!

প্রাচ্য-প্রতীচ্য দাপিয়ে বেড়ানো সেই আলোর মশাল আজ নিভুনিভ। এসময় সেই মশালের আগুন ধার করে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে কিছু তরুণ। তারা শপথ নিয়েছে, আলোটাকে হারিয়ে যেতে দেবে না। মশাল নিভুক, কিন্তু একটি একটি করে জ্বালানো প্রদীপের আলোয় একের পর এক ঘরকে ভরিয়ে দেবে। গড়ে তুলবে একেকটি প্রদীপ্ত কুটির।

প্রিয় ছোটভাই আরিফুল ইসলাম এই বইটিতে তেমনই দুজন তরুণ-তরুণীর গল্প শুনিয়েছেন। অপসংস্কৃতির নিকষ অন্ধকার যখন পতনের হতাশার পালে হাওয়া দেয়, তখন তাদের ঘর থেকে বেরোয় দীপ্তি। এই দীপ্তি সত্যের, এই দীপ্তি জ্ঞানের, এই দীপ্তি আদর্শের।

যে সুন্নাহ মুসলিমদের করতলে বিশ্বকে এনে দিয়েছিল, সেই সুন্নাহ আজ ঘর থেকেই হারিয়ে গেছে। মাহির ও লাফিজা আপ্রাণ চেষ্টা করছে তা ফিরিয়ে আনার। ওরা দুজন স্বামী-স্ত্রী। একে অন্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ভুলটাকে শুধরে দেয়, সত্যের পথে থাকতে অবিচল প্রেরণা যোগায়।

বলে রাখা ভালো, এই স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র কিংবা তাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো স্রেফ গল্প উপস্থাপনের মাধ্যম হিসেবেই আনা হয়েছে, গল্পের উদ্দেশ্য চরিত্রের ফোকাস নয় বরং সুন্নাহগুলোকে তুলে ধরা। বইয়ের লেখক-সম্পাদক উভয়েই অবিবাহিত, তাই পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে গল্পগুলো থেকে দাম্পত্য জীবনের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী না হওয়ার জন্য।

গল্প লেখা এমনিতেই খুব কঠিন কাজ, তাছাড়া আরিফুল ইসলামের এই সাহিত্য

কেবল Literature for the sake of literature নয়। এখানে উদ্দেশ্য তো দৈনন্দিন সুন্নাহগুলো প্রচার করা, গল্প আর তার চরিত্রগুলো সে উদ্দেশ্য পূরণের উপকরণমাত্র। সেজন্য সাহিত্য সমালোচনার ছুরিকাঁচি দিয়ে এজাতীয় বইকে ব্যবচ্ছেদ না করলেই ভালো। বরং উদ্দেশ্যের দিকেই নজর রাখা উচিত।

আমরা (লেখক-সম্পাদক-প্রকাশক ও অন্যান্যরা) চেষ্টা করেছি মূল লক্ষ্যকে ঠিক রেখে বইটাকে যতটা পারা যায় আকর্ষণীয় করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে। এরপরও হয়তো হাজারো ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে। সেগুলো নিয়ে যেকোন গঠনমূলক সমালোচনা সর্বদাই আমন্ত্রিত।

পরিশেষে, বইটি কেবল পড়ার জন্য নয়, বরং শিক্ষা নিয়ে আমল করার জন্য। এদিকে যেন সবাই মনোযোগ দিই।

বর্তমান ইসলামিক বইয়ের জোয়ারে ভিন্নধর্মী এ বইটি সবার উপকারে আসবে—এই প্রত্যাশা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ব্যতীত কোন তৌফিকদাতা নেই।

মুহাম্মাদ জুবায়ের
সম্পাদক, প্রদীপ্ত কুটির

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি অনস্তিত্ব থেকে আমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর, যিনি তাঁর বিশেষ দু'আটি কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের জন্য জমা রেখেছেন।

হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার পেছনে ছুটে চলা ইঁদুরের গন্তব্য ছিলো মৃত্যু। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনাদর্শ ছাড়া অন্য কোনও জীবনাদর্শের পেছনে ছুটে চলা তো মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। হ্যামেলিনের ইঁদুরদের মৃত্যুর পর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তারা কেন বাঁশিওয়ালার পেছনে ছুটেছিল। কিন্তু মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে, তারা কাকে তাদের 'রোল মডেল' হিসেবে বেছে নিয়েছিলো।

আমাদের 'রোল মডেল' তো তিনি, যাকে আল্লাহ সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। যার প্রদর্শিত পথের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন শান্তি আর পরকালীন মুক্তি। আলোকদীপ্ত প্রদীপ নিয়ে যিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন এক আল্লাহর দিকে, যিনি মানুষকে মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন।

নবুওয়্যাতের আলোকচ্ছটা থেকে আলো নিয়ে দীপ্তি ছড়িয়েছেন সাহাবীরা (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন)। সেই আলোর উৎসের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন। মানুষ যতক্ষণ সেই উৎস থেকে আলো আহরণ করতে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে না। যখন মানুষ আলোর

উৎস পরিবর্তন করে, তখন তাদের অবস্থা হয় হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার পেছনে ছুটে চলা ইঁদুরের মতো, যে ছুটে চলার আবশ্যক পরিণতি ধ্বংস।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর কিছু শিক্ষা তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়েই এই বই লেখা। আর সেই শিক্ষার সাথে আমাদের জীবনের সন্ধি স্থাপনের জন্যই মূলত গল্পের আশ্রয় নেওয়া। আমাদের জীবনের দৈনন্দিন রুটিন আর ব্যস্ততার মাঝেও যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ মেনে চলতে পারি, পড়তে পড়তে সেই উপলব্ধিটুকু আসবে–এ বিশ্বাস থেকেই গল্পের অবতারণা।

চারিদিকে হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালাদের বাঁশির সুর শুনে তরুণ-তরুণীরা যখন ছুটছে মরীচিকার পেছনে, গল্পের মাহির-লাফিজা সেখানে দীপ্তি ছড়াচ্ছে নবুওয়্যাতী আদর্শে আলোকিত হয়ে। সুন্নাহর চর্চায় উদ্ভাসিত তাদের পরিবার একটি আলোকিত পরিবার, একটি প্রদীপ্ত কুটির।

বইটি লেখার পেছনে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ জুগিয়েছে বন্ধু রিফাত। ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও যত্ন সহকারে বইয়ের শরঈ দিকগুলো নিরীক্ষণ করেছেন আব্দুল্লাহ আল মাসউদ ভাই। সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন মুহাম্মাদ জুবায়ের ভাই। প্রকাশক রোকন উদ্দীন ভাইয়ের চেষ্টা আর শ্রমের ফলে বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছতে পারলো। এ মানুষগুলোর কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বইটিতে ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। যা কিছু ভুল তা একান্ত আমার পক্ষ থেকে আর যা কিছু ভালো তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। গল্পের কল্পডানায় চড়ে পাঠক যদি বিন্দুমাত্র উপকৃত হন, তিনি যেন তাঁর দু'আয় আমার নাম স্মরণ করেন।

আরিফুল ইসলাম

০১ জানুয়ারি ২০১৯

বন্ধনের সূচনা

সমাজকে চিন্তা-আচরণের নিয়ন্ত্রকের আসনে বসালে সে মানুষকে প্রচলনের বাইরে যেতে দেয় না; সামাজিক বেড়াজালের এক অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি করে তাকে আটকে রাখে। কেবলমাত্র দ্বীনের খাতিরে এ দেওয়াল ভাঙতে হলে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তা সবার থাকে না। সৌভাগ্যের বিষয়, মাহির ও লাফিজা উভয়ের বাবা-মার এই শক্তি ছিলো। নইলে ওদের বিয়ের কথাবার্তা যখন শুরু হয়েছিলো, আপত্তি তোলার নানা জায়গা ছিলো। দুজনেই ভার্সিটি পড়ুয়া, মাহিরের চাকরি নেই, পারিবারিকভাবেও তারা পূর্বসম্পর্কিত নয়। তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, যোগ্যতা এবং সর্বোপরি দ্বীনের প্রতি কমিটমেন্ট—এই গুণগুলো ধর্মপরায়ণ ছেলেমেয়ে-দুটোর পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তাদের বাবা-মা'দের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

তবু প্রত্যেকেই তো মানুষ, আর মানুষকে নিয়েই সমাজ। তাই সমাজকে একেবারে উপেক্ষা করে চলা তো আর সম্ভব না। লাফিজার বাবা যে ব্যাপারটিতে মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন, সেটা ছিলো মাহিরের বয়স। সে লাফিজার এক বছরের জুনিয়র। বয়সেও, অ্যাকাডেমিকভাবেও। নিজের মেয়েকে তার চেয়ে কম বয়সী কোনও ছেলের হাতে তুলে দেওয়ার কাজটা যে-কোনও বাবার জন্যই কঠিন। একরাম সাহেবের এই দ্বিধা কাটাতে তাঁর স্ত্রী কী বললেন সেটা এবার বলি।

লাফিজার মা নাহিদা স্বামীকে বললেন, "দেখো, ওদের এই বিয়েতে আল্লাহর দ্বীনটাই তো নিমিত্ত, তাই না? সুতরাং এটাকে প্রাধান্য দিয়ে বাকিগুলোতে একটু

কমপ্রোমাইজ করা যায়। মাহির ছেলেটাকে তো তুমি দেখেছো। ওর সাথে কথা বলে আমি এটুকু নিশ্চিত হয়েছি, আমাদের লাফিজা মায়ের মেন্টালিটির সাথে সে অনেকটাই ম্যাচ করে। ছেলে যদি দ্বীনদার হয় এবং নৈতিক চরিত্র সন্তোষজনক হয় তা হলে তার সাথে বিয়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত না।"[১]

একরাম সাহেব শুনছেন। স্ত্রীর বিচারবুদ্ধির ওপর তাঁর বরাবরই আস্থা আছে। নাহিদা বলে চললেন, "হ্যাঁ, সমাজের লোকগুলোকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে হয়তো এমন ছেলে পাবো, সামাজিক দিক থেকে যে 'পার্ফেক্ট', দ্বীনদার না। এমন একটা ছেলের হাতে তো আর আমাদের মেয়েকে তুলে দেওয়া যায় না। মাহিরের অন্যসবদিকই যেহেতু ঠিক আছে, আমরা মেনেও নিয়েছি, বয়সের ব্যাপারটা কনসিডার করাটাই উচিত বলে আমার কাছে মনে হয়।

দেখো, এই সময়ে এসে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য একজন দ্বীনদার ছেলে পাওয়া বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার। হয়তো আমাদের পরিচিতদের মাহিরকে মেনে নিতে সমস্যা হতে পারে, কিন্তু তাদের তো আমরা বুঝিয়েও বলতে পারি। দ্বীনের স্বার্থে এরকম ছোটোখাটো বিষয়গুলো এড়িয়ে না গেলে পরিণামে দেখা যাবে অনেক বড়ো কিছু হারাতে হবে।"

একরাম সাহেব মুখ খুললেন, "এসব তো আমিও বুঝি। না বুঝলে তো ইন দ্যা ফার্স্ট প্লেস এই বিয়েতে রাজিই হতাম না। কিন্তু বয়সের সাথে দায়িত্বশীলতা, ম্যাচিউরিটি– এই ব্যাপারগুলোর সম্পর্ক আছে। ওই ছেলে আমার মেয়ের দায়িত্ব নিতে কতটুকু প্রস্তুত, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।"

দুপুরে খাবার টেবিলে কোনও কথা বললেন না লাফিজার বাবা। বোঝাই যাচ্ছে তিনি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত। লাফিজা খাবার বেড়ে দিচ্ছে, সেও চুপ। বাবাকে কনভিন্স করার একটা চেষ্টা সে নেবে। কীভাবে নেবে, সেটাই ভাবছে।

খাবার পর কাউচে বসে বিশ্রাম করছেন একরাম সাহেব। লাফিজা বাবার মাথা টিপে দিচ্ছে। এই ঘটনাটা খুব কমন না। একরাম সাহেব বুঝতে পারলেন লাফিজা কিছু

---

[১] আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যে ব্যক্তির দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছো—তোমাদের নিকট সে ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব করলে—তবে তার সাথে বিয়ে দাও। তা যদি না করো, তা হলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।" [আলবানি, *ইরওয়া* হাদীস নং : ১৮৬৮, আলবানি, *আস-সহীহাহ*, হাদীস নং : ১০২২; *মিশকাত*, হাদীস নং : ২৫৭৯; *তিরিমিযি*, হাদীস নং : ১০৮৪; হাসান সহীহ]

বলতে চায়। "কিছু বলবি?"—প্রশ্নটা করেই ফেললেন তিনি।

"হুম বাবা"—বললো লাফিজা,"আচ্ছা বাবা, তুমি কি এখনকার ছেলেদের অবস্থা দেখেছো?"

- অবস্থা বলতে?

- মানে তারা কীভাবে চলে, কীভাবে বলে এসব আরকি!

- দেখেছি বলতে চলতে ফিরতে নজরে তো পড়েই। খুব প্রফুল্ল হওয়ার মতো কিছু যে নয় সেটা তো জানিসই।

- আসলেই তা-ই। এখনকার ইয়াং ছেলেরা গার্লফ্রেন্ড, মুভি, মিউজিক, সেলফি, হ্যাংআউট জাতীয় কিছু ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ফিচারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। দায়িত্বশীলতা কী জিনিস তারা বুঝতে শেখে না। ব্যতিক্রম তো আছেই, তবে বেশিরভাগের অবস্থা এমনই।

- বুঝলাম। তারপর?

- ব্যতিক্রম যাদের কথা বললাম, এদের একটা বড়ো অংশ হলো দ্বীনদার ছেলেরা। তারা দ্বীনের স্বার্থে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে দূরে তো থাকেই, দ্বীনদারিতার কারণে তাদের চিন্তাভাবনায় একটা ম্যাচিউরিটির ছাপ এসে যায়। তুমিই চিন্তা করো বাবা, বর্তমান সমাজে যেখানে দাড়ি রাখলেও নিজের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পর্যন্ত মন্দ কথা শোনা লাগে, সেখানে যে ছেলেগুলো সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ইসলামকে একমাত্র জীবনাদর্শ মেনে চলার সাহস দেখায়, তাদের মানসিক পরিপক্কতা কি অন্যদের চেয়ে অনেকটা বেশি নয়?

এবার লাফিজার কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন একরাম সাহেব। তিনি কিছু বলছেন না, ভাবছেন। লাফিজা বলে চললো, "আমি মনে করি, যারা এত অল্প বয়সে এই সাহসগুলো দেখাতে পারে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে একটা মেয়ের দায়িত্ব নিতে চায়, তার এই সৎসাহসকে উৎসাহিত করা আমাদের কর্তব্য। আর বয়সের ব্যাপারটাতেও তারা দ্বীন পালন না করা ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাড়ি দায়িত্ব নেবার মানসিকতা অর্জন করে।

আমরা যদি ইসলামের দিকে তাকাই, তা হলেও দেখবো, আমাদের রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁর চেয়ে

বয়সে সিনিয়র। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সাওদা বিনতে জামাআও ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বড়ো। সাহাবিদের মধ্যে অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে মেয়েরা বয়সে ছোটো ছেলেকে বিয়ে করেছেন। তাঁরাই তো আমাদের মডেল, তাই না বাবা? আর তা ছাড়া এই ছেলেটা তো আমার চেয়ে খুব ছোটো না, মাত্র এক বছরের পার্থক্য। সমবয়সীই বলা যায়। আমাদের কি উচিত না দৃষ্টান্ত স্থাপনে উদ্যোগী হওয়া?"

একরাম সাহেব একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে দুদিন ভাবতে দাও।"

লাফিজা বাবার এই স্বভাব জানে। তিনি পর্যাপ্ত চিন্তা না করে কোনও সিদ্ধান্ত নেন না। কোনওক্ষেত্রে এই চিন্তাটা অতিরিক্ত হয়ে যায় কিনা, সেটা নিয়ে লাফিজার সন্দেহ হয়। তাও ভালো। হুট করে ডিসিশন নেওয়ার চেয়ে অন্তত ভালো। একরাম সাহেব বলেন 'হুট' বলে কোনও শব্দ তাঁর ডিকশনারিতে নেই।

দুটো দিন খুব উৎকণ্ঠায় কাটলো লাফিজার। এরপর এল আনন্দের সংবাদ। একরাম সাহেব মা-মেয়ের যুক্তিতে কনভিনসড হয়েছেন। তিনি বয়সের ব্যাপারটা কনসিডার করতে সম্মত হয়েছেন।

বিয়েতে মোহরানা কত হবে এ নিয়ে লাফিজার মা-বাবা লাফিজার সাথে কথা বললেন।[২]

লাফিজা বললো, "মা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম বিয়ে (বা মোহর) হলো সেগুলো, যেগুলো সহজতর।[৩] মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে এমনটা করা উচিত নয় যে, যা তার সামর্থ্যের বাইরে। সাধ্যের মধ্যে অল্প হলেও আমি তুষ্ট।"

মেয়ের মতামত শুনে লাফিজার মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। এই বস্তুবাদী দুনিয়ায় এরকম কথা শুনে মনে একরকম শান্তি অনুভব করলেন।

ক্লাস নাইন থেকে মাহির টিউশনি করায়। পড়ালেখার খরচ বহনের জন্য নয়, বরং শখের বশে। ভার্সিটিতে উঠেও টিউশনি পেয়ে যায়। টিউশন করিয়ে টাকার বড়ো

---

[২] Who has the right to decide the amount of mahr to be given by the husband to his wife? https://islamqa.info/en/224876

[৩] আলবানি, *সহীহ আল জামে*, হাদীস নং : ৩২৭৯।